রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারী ৪, ১৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২০শে পৌষ, ১৪০০/৩রা জানুয়ারী, ১৯৯৪

এস, আর, ও, নং ০৪-আইন/৯৪ সম(প্রঃ ১)-৯/৯৩-১২৩৬—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই বিধিমালা বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (কর্মকর্তা) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞাসমূহ।**—বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন ;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল ;

(গ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা, কোন পদে নিয়োগের ব্যাপারে, সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন কর্মকর্তা ;

(ঘ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ ;

(ঙ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ তফসিলে সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতা ;

(চ) "শিক্ষানবিস" অর্থ কোন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ; এবং

(ছ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃত বোর্ড" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ডকে

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

বুঝাইবে এবং, এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ড বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর প্রেক্ষিতে পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে ; এবং

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন পদে এড-হক ভিত্তিতে এই বিধিমালা জারীর পূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে উক্ত পদে উক্তরূপে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাহার বয়ঃসীমা শিথিল করা যাইতে পারে।

৪। **সরাসরি নিয়োগ**।—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

২। কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন ; অথবা

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এই রূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদে দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে ; এবং

(খ) এইরূপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্বকার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৪) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরমে ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন ; এবং

(খ) সরকারী চাকুরী কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।—(১) এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। শিক্ষানবিসি।—(১) কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, যোগদানের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে উক্ত তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য, শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ এইরূপে বর্ধিত করিতে পারে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিসি মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবে; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না যদি তিনি উক্ত পদে স্থায়ী হওয়ার জন্য কোন পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ নির্ধারিত হইলে উক্ত পরীক্ষায় পাশ না করেন বা, সফলতার সহিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করেন।

তফসিল

[বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১	বিশেষজ্ঞ	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	উর্ধ্বতন অনুবাদ অফিসারের পদোন্নতির মাধ্যমে এবং পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা না পাওয়া গেলে, প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	পদোন্নতি: ফিডার পদে ১২ বৎসরের চাকুরী। প্রেষণ: ইংরেজী বা বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
২	উর্ধ্বতন অনুবাদ অফিসার।	,,	এসাইনমেন্ট অফিসার বা অনুবাদ অফিসারের পদোন্নতির মাধ্যমে এবং পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা না পাওয়া গেলে, প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	পদোন্নতি: ফিডার পদে ৭ বৎসরের চাকুরী। প্রেষণ: ইংরেজী বা বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
৩	এসাইনমেন্ট অফিসার	,,	সরাসরী নিয়োগের মাধ্যমে এবং নিয়োগযোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে, প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগ: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী বা বাংলায় প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। তবে শর্ত থাকে যে, ইংরেজীতে ডিগ্রীর ক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারী বা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বাংলা এবং বাংলায় ডিগ্রীর ক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারী বা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরেজী থাকিলে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। প্রেষণ: ইংরেজী বা বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।
৪	অনুবাদ অফিসার	,,	ঐ	ঐ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
হাবিবুর রহমান
সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।